সংবাদ

# শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ কাজ গতিশীল করতে ইইডিতে ৩৬৭০টি নতুন পদ হচ্ছে

## ■ আট বছরে ১০ হাজার প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন হয়

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ কাজ অধিকতর গতিশীল করা ও অবকাঠামো
উন্নয়নে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে (ইইডি) তিন
হাজার ৬৭০টি নতুন পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। শিক্ষা
মন্ত্রণালয়ের অধীনের ইইডি'র মোট এক হাজার ৩২৭টি পদের মধ্যে
বর্তমানে স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন মাত্র ১০০ জন এবং অস্থায়ী
নিয়োগ অর্থাৎ দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মচারী রয়েছেন ১৪৩ জন।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে তীব্র
স্বল্পতায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর। সংস্থাটির মোট এক হাজ
পদের মধ্যে এক হাজার ২২৭টি পদই দীর্ঘদিন ধরে শূন্য র
প্রকৌশলী থেকে নিরাপত্ত প্রহরী পর্যন্ত মোট জনবল রয়েছে ১
জনবল স্বল্পতার মধ্যেও বিগত কয়েক বছরে সংস্থাটি শিক্ষা
অবকাঠামো নির্মাণে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ইইডি'র প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মো.
হানজালা সংবাদকে বলেন, 'ইইডি'তে নতুন পদ সৃষ্টির জন্য আমরা শিক্ষা
মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করেছি। তারা এই প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উদ্যোগ নিয়েছে বলে আমরা জেনেছি।'
তিনি জানান, 'নতুন পদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রকৌশলীর পদ ৪১৮টি ও
কর্মকর্তার পদ ৬টিসহ মোট ৪২৪টি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট পদ
৪৫৩টি। এর মধ্যে উপ-সহকারী প্রকৌশলীর পদ ৩৭০টি ও একই
মর্যাদার কর্মকর্তার পদ ৮৩টি।'
প্রধান প্রকৌশলী আরও বলেন, 'জনবল সংকট থাকলেও আমাদের শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নমূলক কাজে তেমন প্রভাব পড়ছে না। আমাদের
অফিসাররা রাতদিন পরিশ্রম করছেন, নির্মাণ কাজ তদারক করছেন।
সরেজমিনে প্রকল্প কার্যক্রম ঘুরে দেখছেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও যে
এলাকায় যাচ্ছেন, সেখানে উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

## শিক্ষা : প্রতিষ্ঠানে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করছেন। এতে কাজের গুণগত মান ভালো হচ্ছে।'
৮ বছরে ১০ হাজার প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ : মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার
সূত্রে জানা গেছে, তীব্র জনবল স্বল্পতার মধ্যেও ইইডি ২০০৯ সাল থেকে চলতি বছরের
জুন পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১০ হাজার ১১টি হাইস্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় ভবন নির্মাণ
করেছে। আরও দুই হাজার ৪৮৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ কাজ চলমান
রয়েছে। অথচ বিগত ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সারাদেশের শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণ হয়েছিল মাত্র চার হাজার ৪৩৭টি; বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওই
সময় নির্মাণ কাজ ভালো ছিল না।
বর্তমানে দেশে সরকারি-বেসরকারি হাইস্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে মোট ৩৩
হাজার ২১টি। এর মধ্যে ২০০৯ সাল থেকে গত জুন পর্যন্ত যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
ভবন নির্মাণ করা হয়েছে সাত হাজার ৮৫১টি হাইস্কুল, ৯৭৭টি কলেজ ও এক হাজার
১৮৩টি মাদ্রাসা। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ২০০৯ সালে
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর সারাদেশে অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ
করে। এ উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা
হচ্ছে। গত সাড়ে আট বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে জানিয়ে
মন্ত্রী বলেন, 'ফলে নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।'
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, মাধ্যমিক পর্যায়ে
প্রথম প্রকল্পের আওতায় সাত হাজার ৮৫১টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে
এবং আরও এক হাজার ৫১টি ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। চার হাজার ৬৪০ কোটি
টাকা ব্যয়ে ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হবে। তিন হাজার
২২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৮৪টি একাডেমিক ও
আবাসিক ভবন, শিক্ষার্থী হল ও গবেষণা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন,
আগামী বছরের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে
সাড়ে ১৯ হাজার ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হবে।
জানা গেছে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে একটি প্রকৌশল
ইউনিট গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর সৃষ্টি করেন। শিক্ষা প্রকৌশল
অধিদফতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান
ভবনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার এবং আসবাবপত্র
সরবরাহ করার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।
সারাদেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরিসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইইডি'র
প্রকৌশলী ও কমকর্তা-কর্মচারীরা উন্নততর অবকাঠামো তৈরি করতে নিরলসভাবে
কাজ করে যাচ্ছেন। রূপকল্প ২০২১ এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের
অংশ হিসেবে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যুগোপযোগী ও মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, আইসিটি ল্যাব স্থাপন, ইন্টারনেট
সংযোগ, আইসিটি সুবিধাসহ ভবন নির্মাণ করে যাচ্ছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ২০১৪ সাল থেকে ইইডি'র বিভিন্ন
কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে ইইডি ও এর আঞ্চলিক
কার্যালয়গুলোর যাবতীয় টেন্ডার কার্যক্রম অনলাইনের আওতায় আনা হয়েছে। এর ফলে
বিগত চারদলীয় জোট সরকারের মতো এখানে টেন্ডার নিয়ে মারামারি নেই। জোর
করে কাজ ভাগিয়ে নেয়ার সুযোগও নেই। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে
বর্তমানে দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক ডিজাইনে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে, যার ফলে ভবনের
টেকসইও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে।